ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 178 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩৩৪ ● কলকাতা ● ২৬ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● শনিবার ● ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 141

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

পরে দুটো সমতল শীলাভূমি ছিল। ঐ দুই শীলাভূমির মধ্য দিয়ে এক রাস্তা ছিল যা কোন গুহাতে যাচ্ছিল। ঐ গভীর রাস্তায় আমরা চলতে থাকি। আমার চলতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল, আর আমরা নীচে আরও নীচে নেমে যাচ্ছিলাম। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, এমনিতেই পৃথিবীর উপর থেকে ঐ খাদে এসেছিলাম, তা এমনিতেই অনেক নীচে ছিল আর ইনি তো আরো নীচে নিয়ে যাচ্ছেন।

ক্রমশঃ

বাবরি মসজিদের পর এবার বাংলায় রাম মন্দির, কবে ভূমিপুজো?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেই 'ধর্ম' নিয়ে প্রতিযোগিতার ট্রেন্ড রাজ্যজুড়ে। একদিকে যেমন মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বাবরি মসজিদ নির্মাণ নিয়ে উদ্যত হয়েছেন বরখাস্ত হওয়া তৃণমূল নেতা, তেমনি অন্যদিকে বিধাননগর, সল্টলেকে রামমন্দির নির্মাণের ডাক দিয়েছেন বিজেপি নেতা সঞ্জয় পয়ড়্যা।এদিকে, গত ৬ অগাস্ট বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করেছেন হুমায়ুন কবীর। শিলান্যাসের মঞ্চ থেকেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, এই মসজিদ নির্মাণের জন্য মোট বাজেট ৩০০ কোটি টাকা। তাঁর বাড়িতেই গণনা হচ্ছে নগদ

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক চালু করল ফার্স্ট ওয়াও! ব্ল্যাক, একটি প্রিমিয়াম জিরো ফরেক্স এবং ইউপিআই-সক্ষম খরচ যুক্ত ক্রেডিট কার্ড

মুম্বাই, ডিসেম্বর 2025

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক আজ ফার্স্ট ওয়াও! ব্ল্যাক ক্রেডিট কার্ড চালু করার ঘোষণা দিয়েছে - এটি বিদ্যমান ফার্স্ট ওয়াও! এর একটি আপগ্রেডেড এবং আরও বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ সংস্করণ । এই ক্রেডিট কার্ডটি, একটি ফিক্সড ডিপোজিট দ্বারা সমর্থিত এবং একটি সহজলভ্য মূল্যে এফডি ব্যাকড সিকিউরড কার্ডে প্রিমিয়াম সুবিধার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

কার্ডটির মূল আকর্ষণ হলো আন্তর্জাতিক খরচের উপর শূন্য এফএক্স মার্কআপ, মাস্টারকার্ড এবং রূপে ইউপিআই সহ ডুয়াল কার্ড এবং কার্ডধারীরা একটি ফিজিক্যাল মাস্টারকার্ড এবং একটি ইউপিআই সক্ষম রূপে ভার্চুয়াল ক্রেডিট কার্ড পাবেন ইউপিআই খরচের উপর পুরস্কার, উভয়ই একই অ্যাকাউন্টের সাথে একটি ইউনিফাইড ক্রেডিট লিমিট এবং একটি একক সমন্বিত স্টেটমেন্ট সহ নির্বিঘ্নে লিঙ্ক করা যেতে পারে।

₹750 + জিএসটি (যোগদান এবং বার্ষিক ফি) মূল্যের এই কার্ডটি 5,000 টাকারও বেশি মূল্যের সুবিধা প্রদান করে, যা এটিকে সুরক্ষিত ক্রেডিট-কার্ডের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী মূল্য প্রস্তাব করে তোলে। কার্ডধারীরাট্রাভেল ডিসকাউন্ট, প্রিমিয়াম ডাইনিং অ্যাক্সেস এবং লাইফস্টাইল অফার সহ আরো অনেকসুবিধা উপভোগ করেন, এবং সেইসাথে 30 দিনের মধ্যে প্রথম ইএমআই লেনদেনে অতিরিক্ত 5% ক্যাশব্যাক (₹ 1,000 পর্যন্ত) পাবেন।

বার্ষিক খরচ ₹1,50,000 অর্জনের ক্ষেত্রে বার্ষিক ফি (দ্বিতীয় বছর থেকে) ₹750 + জিএসটি মওকুফ করা হয়, যা সামগ্রিক মূল্যকে সর্বাধিক করে তোলে।

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড, ফাস্ট্যাগ এবং লয়্যালটির প্রধান শিরীষ ভান্ডারী বলেন, “আমাদের আগের ফার্স্ট ওয়াও! ভেরিয়েন্টের প্রতিক্রিয়া একটি স্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টিকে আরও দৃঢ় করেছে: গ্রাহকরা সরলতা এবং সাশ্রয়ী মূল্য চান, তবে অভিজ্ঞতা বা সুবিধার সাথে আপস করার অনুভূতি ছাড়াই। ফার্স্ট ওয়াও! ব্ল্যাক আমাদের উত্তর, প্রতিটি অর্থেই একটি আপগ্রেড, আরও মূল্য, আরও ভ্রমণ ক্ষমতা এবং আরও দৈনন্দিন উপযোগিতা প্রদান করে।”

প্রিমিয়াম কার্ডের অভিজ্ঞতা প্রায়শই সেই গ্রাহকদের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য থাকে না যারা নতুন ক্রেডিট ব্যবহার করেন অথবা সাশ্রয়ী মূল্যের মূল্য পছন্দ করেন। ফার্স্ট ওয়াও! ব্ল্যাক এই আদর্শকে পরিবর্তন করে শূন্য ফরেক্স মার্কআপ, দেশীয় লাউঞ্জ অ্যাক্সেস, শক্তিশালী ভ্রমণ পুরস্কার, ভ্রমণ সুরক্ষা এবং অনেক জীবনযাত্রার সুবিধা দিয়ে, বিস্তৃত অ্যাক্সেসযোগ্যতার জন্য ডিজাইন করা মূল্যে এগুলি অফার করে এবং প্রিমিয়াম এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী সুবিধাগুলিকে সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক করে তোলে।

"আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংকে, আমরা বিশ্বাস করি যে দুর্দান্ত আর্থিক পণ্যগুলি এক্সক্লুসিভ হওয়া উচিত নয়, বরং তাদের সক্ষম করা উচিত। ফার্স্ট ওয়াও! ব্ল্যাক ঠিক সেই কাজটি করার জন্যই তৈরি করা হয়েছে।"

আগামী সপ্তাহে বিদেশ সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী সপ্তাহে ফের বিদেশ সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার তাঁর গন্তব্য তিন মহাদেশের তিন দেশ - জর্ডন, ইথিওপিয়া এবং ওমান। আগামী ১৫ থেকে ১৮ ডিসেম্বর এই দেশে ঘুরবেন প্রধানমন্ত্রী। হর্ন অফ আফ্রিকার দেশ ইথিওপিয়ায় এবার প্রথমবার যাচ্ছেন মোদি।২০১৪ সালে দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে গোটা বিশ্বের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে মাঝেমধ্যেই বিদেশ সফরে গিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। তা নিয়ে তাঁকে বিরোধী কম খোঁচা সহ্য করতে হয়নি। তবে এসব সফর

যে আসলে সুসম্পর্ক স্থাপনের অনুকূলই হয়েছে, তারও প্রমাণ মিলেছে বারবার। এবার বছরশেষে তাই তিন মহাদেশের তিন দেশে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। তবে প্রথমে তিনি যাচ্ছেন মধ্যপ্রাচ্যের ছবির মতো সুন্দর মরুদেশ জর্ডনে।

এবছর ভারত-জর্ডন কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ তম বর্ষ। এমন সময় সে দেশে ভারতের

এরপর ৩ পাতায়

১০০ দিনের বকেয়া আদায়ে ফের দিল্লি অভিযানের ডাক অভিষেকের!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বকেয়া কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আদায়ের দাবিতে আবারও জোরদার আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার ভার্চুয়াল বৈঠকে ঘোষণা করেন, খুব শীঘ্রই দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে রাজ্যের দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে বৃহত্তর বিক্ষোভ। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে তৃণমূল আবারও বকেয়া টাকার ইস্যুকে সামনে নিয়ে রাজনৈতিকভাবে চাপ বাড়ানোর কৌশল নিচ্ছে। যদিও তৃণমূলের দাবি, এটি কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, বরং রাজ্যের অধিকার ও শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা নিশ্চিত করার লড়াই।

সব মিলিয়ে, রাজ্যে বিধানসভা ভোটে আগে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দিল্লিতে তৃণমূলের এই বৃহত্তর আন্দোলন রাজনৈতিক মহলে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে।পার্লামেন্টের চলতি অধিবেশনের সময়েই এই কর্মসূচি নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

অভিষেকের বক্তব্য অনুযায়ী, কেন্দ্রের কাছ থেকে বাংলার বকেয়া পাওনা আদায় করে নিয়ে আসায় এই বিক্ষোভের মূল উদ্দেশ্য। তিনি জানান, 'আসন্ন দিনে আমরা দিল্লিতে এক বিশাল আন্দোলনের নেতৃত্ব দেব। সংসদের সেশন

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

বাবরি মসজিদের পর এবার বাংলায় রাম মন্দির, কবে ভূমিপুজো?

অর্থ। ‘পশ্চিমবঙ্গ ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া’ ট্রাস্টেই দান জমা দিতে পড়েছে। এদিকে গত রবিবার ময়দানে লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। অন্যদিকে লক্ষ কণ্ঠে কোরান পাঠেরও ডাক দিয়ে ছিলেন হুমায়ুন কবীর। পাশাপাশি লক্ষ কণ্ঠে হরিনামেরও ডাক দেন মমতাবালা ঠাকুর। সব মিলিয়ে তৃণমূলকে কোণঠাসা করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে বিরোধী দলগুলি। যদিও বিজেপি নেতার রামমন্দির নির্মাণের ডাক নিয়ে এখনও মুখ খোলেন নি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূল কংগ্রেস কেউই।ইতিমধ্যেই সল্টলেকের করুণাময়ী, সিটি সেন্টার-সহ বিভিন্ন জায়গায় তাঁর নামে রাম মন্দিরের ব্যানার পড়েছে। যেখানে দাবি করা হয়েছে যে, আগামী মার্চে মাসে রাম মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু। ইতিমধ্যেই হুমায়ুন কবিরের মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ নির্মাণের ডাক শুনে হরতাল পড়ে গিয়েছে রাজ্যজুড়ে। যা শোনা মাত্রই কঠিন পদক্ষেপ নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ড করেন। তবুও তিনি তাঁর দাবি থেকে পিছু হঠতে রাজি নন। তার মধ্যেও এবার সল্টলেকে রাম মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ নিলেন বিজেপির প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি সঞ্চয় পয়ড়্যা।

তিনি দাবি করেছেন, ‘রামরাজ্যে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবে। বিধাননগরে প্রথমে মন্দির হবে তারপর রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে। ২৬ মার্চ, ২০২৬ সালে সকাল ১০টায় রামনবমীর দিন মন্দিরের শিলান্যাস এবং ভূমিপুজো হবে। ইতিমধ্যেই অনেকে জমি, নির্মাণ সামগ্রী এবং মূর্তি দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সুতরাং এবার হিন্দু সনাতনীরা সকলে এক জায়গায় সমাবেত হবেন। কেউ যদি ১ টাকাও এই নির্মাণের জন্য দান করেন আমরা তা গ্রহণ করব।’ এখানেই শেষ নয়, তিনি আরও জানিয়েছেন, বিধাননগরের রাম মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে। যেখানে বিনা পয়সায় সাধারণ মানুষেরা চিকিৎসা পাবেন। বৃদ্ধাশ্রম গড়া হবে। ভোটের মুখেই বিজেপি নেতার এই ঘোষণা বাংলার রাজনীতি মহলে তোলপাড় ফেলে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর শাসনামলে বাংলায় রাম মন্দির গড়ার উদ্যোগ, রাজ্য সরকারকে কোণঠাসা করা ছাড়া আর কিছু নয়। এবার তৃণমূলকে বিদ্ধ করার নতুন খেলা শুরু করল বিজেপি।

(২ পাতার পর)

আগামী সপ্তাহে বিদেশ সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদি

প্রধানমন্ত্রীর সফর নিঃসন্দেহে বাড়তি গুরুত্বপূর্ণ। অতীতকালে দু’দেশের পারস্পরিক সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে আগামীতে এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে জর্ডনের ‘রাজা’ আবদুল্লা ২ বিন আল হুসেনের সঙ্গে মোদি একান্ত বৈঠকে বসবেন বলে সূত্রের খবর।উভয়ের মধ্যে শান্তি, নিরাপত্তা, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত আলোচনার সম্ভাবনা। জর্ডন সফর সেরে ১৬ ডিসেম্বর মোদি পৌঁছবেন আফ্রিকার দেশ ইথিওপিয়ায়। সেখানকার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিশ্বের নানা ইস্যু নিয়ে বৈঠক। সবশেষে ১৭ ডিসেম্বর আরবের ওমানে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। তিন দেশে সফর সেরে ১৮ তারিখ দেশে ফিরবেন মোদি।

এই প্রথম ইথিওপিয়া সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। ‘গ্লোবাল সাউথ’-এর শরিক হিসেবে দু’দেশ আগেই পারস্পরিক সহযোগিতায় একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এবার দ্বিপাক্ষিক বন্ধুত্ব এবং সম্পর্কে আরও বিস্তৃতির লক্ষ্যে সেখানকার প্রধানমন্ত্রী আবি আহমেদ আলির সঙ্গে জরুরি বৈঠক সারবেন নরেন্দ্র মোদি। ১৬ ও ১৭ তারিখ ইথিওপিয়া থাকবেন তিনি। সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী চলে যাবেন ওমানে। সেখানকার ‘সুলতান’ হাইথাম বিন তারিকের আমন্ত্রণে দ্বিতীয়বার মোদির ওমান সফর। এবছর ভারত-ওমান সম্পর্কের ৭০ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই দু’দেশ বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক সম্পর্কে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এমনকী দু’দেশের মানুষজনের সম্পর্কও বেশ দৃঢ়। এই পরিস্থিতিতে মোদির ওমান সফর সেই সম্পর্ক আর সুদৃঢ় করবে বলে আশা। প্রধানমন্ত্রী মোদি ও ওমানের সুলতানের মধ্যে শক্তি, কৃষি, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি-সহ একাধিক বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা।

সম্পাদকীয়

এ রাজ্যে প্রায় ৫৮ লক্ষ ৮ হাজার ২৩২ জনের নাম বাদ পড়তে চলেছে

বঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়ায় এনুমারেশন ফর্ম পূরণ, জমা ও আপলোডের কাজ শেষ হল বৃহস্পতিবার। এদিন রাত ১২টা বাজলে এই সংক্রান্ত আর কোনও কাজ করা যাবে না। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফেই সেই সিস্টেম বন্ধ হয়ে যাবে। বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী খসড়া তালিকা থেকে কত ভোটারের নাম বাদ পড়ছে, কতজনকে শুনানিতে ডাকা হতে পারে - এসব পরিসংখ্যানের একটা আন্দাজ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।বৃহস্পতিবার সকালে ২৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি এজেন্সির কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন সিইও মনোজ আগরওয়াল, বিশেষ রোল পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত-সহ কমিশনের শীর্ষকর্তারা। রাজ্যে নির্বাচনের আগে নিয়মিত নজরদারি, তথ্য সংগ্রহ এবং প্রস্তুতি নিয়ে পারস্পরিক যোগাযোগ আগাম ঝালিয়ে নিতেই এই বৈঠক।সেই সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এ রাজ্যে প্রায় ৫৮ লক্ষ ৮ হাজার ২৩২ জনের নাম বাদ পড়তে চলেছে। এই পরিসংখ্যানে সামান্য বদল হতে পারে বলে মনে করছে কমিশন। খসড়া তালিকা প্রকাশিত হবে ১৬ ডিসেম্বর।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এই ৫৮ লক্ষের মধ্যে মৃত ভোটার ২৪ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৯৯জন। নিখোঁজের সংখ্যা ১২ লক্ষ ১৪৬২ জন এবং স্থানান্তরিত হয়েছেন ১৯ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮৭ জন। এছাড়া ডুপ্লিকেট ভোটার ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪৭৫ জন ও অন্যান্য কারণের বাদের সংখ্যা ৫৭ হাজার ৫০৯ জন। কমিশন জানিয়েছে, ফর্ম জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যে প্রোজেনি ম্যাপিংয়ের (যাঁরা বাবা-মা অথবা ঠাকুরদা-ঠাকুমার নামের সাহায্য নিয়ে নিজেদের ফর্ম ম্যাপিং করিয়েছেন) হার ৫০.১৮ শতাংশ। নিজেরা করেছেন অর্থাৎ সেলফ ম্যাপিংয়ের হার ৩৮.৩৩ শতাংশ।

এছাড়া রাজ্যে ৩০ লক্ষ ভোটার রয়েছেন, যাঁদের নিজেদের নাম বা আত্মীয়ের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নেই। তাঁরা নন-ম্যাপিং তালিকাভুক্ত। এই তালিকার সকলকেই শুনানিতে ডাকা হতে পারে। তাঁদের যথাযথ তথ্যপ্রমাণ, নথি যাচাই করে দেখা হবে। তারপর ভোটার হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এনুমারেশন ফর্মে কোনও তথ্য ভুল থাকলে তা সংশোধনের কাজ শেষে আগামী বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে দিল্লির নির্বাচন কমিশন। তারপর ভোট ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনা।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চৌত্রিশতম পর্ব)

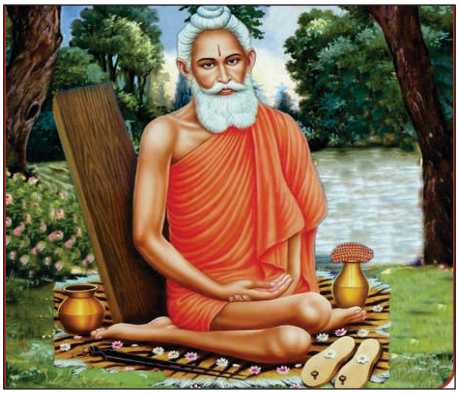

যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করে সাধনায় ব্রতী হতে হয়। এবং তার পরে পাওয়া যায় সিদ্ধি। কিন্তু সেই সিদ্ধির জন্য গুপ্ত ঈশ্বর মন্ত্র কেবলমাত্র একজন সিদ্ধ গুরু বা সিদ্ধাই দিতে পারেন।ঈশ্বরের শক্তি যখন কোন সাধককে দেওয়া হয় তার একটা তাৎপর্য থাকে। কেউ এমনই এমনই শক্তি লাভ করে না। এবং ঐ গুরু মন্ত্রই হলো সিদ্ধির চাবিকাঠি। এবং

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

২০২৬ মরশুমের জন্য নারকেলের শুকনো শাঁস বা কোপরার ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

নতুন দিল্লি, ১২ ডিসেম্বর , ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত কমিটি ২০২৬ মরশুমের জন্য নারকেলের কোপরার ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে অনুমোদন দিয়েছে। কৃষকরা যাতে তাঁদের ফসলের লাভজনক মূল্য পান সেজন্য ২০১৮-১৯ সালের বাজেটে সব নির্ধারিত শস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সর্বভারতীয় গড় উৎপাদন ব্যয়ের ১.৫ গুণ হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। ২০২৬ মরশুমের জন্য মিলের কোপরার ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কুইন্টাল পিছু ১২,০২৭ টাকা এবং গোলাকার কোপরার ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কুইন্টাল পিছু ১২,৫০০ টাকা স্থির করা হয়েছে।

গত মরশুমের তুলনায় এবারে মিলের কোপরার ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কুইন্টাল পিছু ৪৪৫ টাকা এবং গোলাকার কোপরার মূল্য ৪০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। ২০১৪ সালের তুলনায় ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১২৯ ও ১২৭ শতাংশ।

ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে এই বৃদ্ধি নারকেল চাষীদের উপার্জন যেমন বাড়াবে তেমনই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে কোপরার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে আরও বেশি করে কোপরার উৎপাদনে তাদের উৎসাহী করবে।

জাতীয় কৃষি সমবায় বিপণন ফেডারেশন (NAFED) এবং জাতীয় সমবায় ক্রেতা ফেডারেশন (NCCF) কোপরা ক্রয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সমন্বয় সংস্থা হিসেবে তাদের কাজ অব্যাহত রাখবে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ইনি একটি শবের উপর অর্ধপর্যঙ্কাসনে নৃত্য করিতে থাকেন। ইঁহার দক্ষিণ হস্তে উদ্যত কর্ত্রি থাকে এবং বামে হৃৎপ্রদেশে রক্ত পরিপূরিত কপাল থাকে। ইঁহার স্কন্ধ হইতে একটি ভীষণাকৃতি খট্বাঙ্গ প্রলম্বিত হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বঙ্গে ভোট বৈতরণী পার হতে মতুয়াকেই পাখির চোখ প্রধানমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একদিন আগেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নদিয়ায় এসে সভা করে গিয়েছেন। আর এসআইআর আবহে কেন্দ্রীয় সরকারকে তুলোধনা করেছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। মতুয়াদের ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ দিতে চাইছে বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকার বলে অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই আবহে মতুয়াদের মন জয় করতে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সভা করতে আসছেন সেই নদিয়াতেই।এছাড়া ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিজেপির কাছে অশনিসংকেত হতে পারে মতুয়া সম্প্রদায়ের ভোট। তাই মতুয়াদের ভোট সরে গেলে বিজেপির বাংলা দখলের স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। এটা বুঝতে পেরেই ছুটে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। তবে বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আগামী ২০ তারিখ প্রধানমন্ত্রী আসছেন। তাহেরপুরের মাঠে জনসভা করবেন। বেশ কিছু সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন হবে। বিহারের জয়ের পর প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন গঙ্গা বাংলায় বয়ে যায়। তাই আমরা আশা করব, বিহারের মতোই বদল এখানেও হবে।'মতুয়া আবেগে শান দিতেই নদিয়ার রানাঘাটে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগামী ২০ ডিসেম্বর রানাঘাটে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা রয়েছে বলে খবর।

এদিকে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শেষ হলেই বাংলায় আসবেন প্রধানমন্ত্রী বলে আগেই শোনা যাচ্ছিল। প্রত্যেকবারের মতো মতুয়া ফ্যাক্টর দিয়েই এই ভোটপ্রচারের কাজ শুরু করতে চলেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। আগামী ২০ ডিসেম্বর নদিয়ার রানাঘাটে প্রধানমন্ত্রী জনসভা করে মতুয়া ভোটব্যাঙ্ক ঝুলিতে পুড়তে চাইছেন তিনি। মতুয়া অধ্যুষিত এলাকাকেই তাই বেছে নেওয়া হয়েছে। মোদির সভা হবে বলে শুক্রবার প্রস্তুতি বৈঠক সেরে ফেলল বিজেপি। শুক্রবার নদিয়ার তাহেরপুরে একটি বেসরকারি লজে এই বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপি নেতা সুনীল বনসল, অমিতাভ চক্রবর্তী-সহ রানাঘাট লোকসভার বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার এবং নদিয়ার সব বিজেপি বিধায়করা। অন্যদিকে বিজেপি সূত্রে খবর, বাংলার বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মোট ১০টি জনসভা করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। যার মধ্যে রয়েছে- আলিপুরদুয়ার, দমদম, দুর্গাপুর, নদিয়া-সহ উত্তরবঙ্গের নানা বিধানসভা কেন্দ্রে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এই ১০টি বিধানসভা কেন্দ্রে জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। আর সূচনা হতে চলেছে এই রানাঘাট থেকেই। স্থানীয় সূত্রে খবর, রানাঘাটের তাহেরপুর এলাকায় জনসভা করবেন মোদি। তাই নির্ধারিত ময়দানে শুরু হয়েছে প্রস্তুতির কাজ। চলতি বছরের মে থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে বাংলায় তিনটি সভা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রথম সভা হয়েছিল উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারে। দ্বিতীয় সভা দুর্গাপুরে এবং তৃতীয় সভা করা হয়েছিল দমদমে।

মমতার নির্বাচনী কেন্দ্র ভবানীপুরে বাদ গেল ৪৫ হাজার ভোটারের নাম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে (এসআইআর) মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী কেন্দ্র ভবানীপুরে আপাতত ৪৫ হাজার ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের পয়লা জানুয়ারি প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় ভবানীপুরে ভোটার ছিলেন ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৫০৯ জন। গতকাল বৃহস্পতিবারই এনুমারেশন ফর্ম গ্রহণের শেষ দিন ছিল। সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিধানসভা কেন্দ্রভিত্তিক ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে নির্বাচন

এরপর ৬ পাতায়

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কোলসেতু উইন্ডো অনুমোদন করেছে: বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার ও রপ্তানির জন্য কয়লার যথাযথ উপলবদ্ধতা ও নিলাম নিশ্চিত করা

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি নিরবচ্ছিন্ন, দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবহার জন্য কয়লা সংযোগ নিলাম নীতি (কোলসেতু) অনুমোদন করেছে। এই নীতির মাধ্যমে এনআরএস লিঙ্কেজ নীতিতে কোলসেতু উইন্ডো নামে একটি নতুন উইন্ডো তৈরি করা হয়েছে। যেকোনো শিল্পে ব্যবহার ও রপ্তানির জন্য যাতে কয়লা ব্যবহার করা যায়, সেই লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ। এই নতুন নীতি কয়লা ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত সংস্কারের ধারাবাহিকতাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।

এই নীতিগুলির মাধ্যমে ২০১৬ সালে এনআরএস (অনিয়ন্ত্রিক ক্ষেত্র)লিঙ্কেজ নিলাম নীতিতে কোলসেতু নামে একটি পৃথক উইন্ডো যুক্ত করে দীর্ঘমেয়াদী যেকোন শিল্প ব্যবহার এবং রপ্তানির জন্য নিলামের ভিত্তিতে কয়লা সংযোগ বরাদ্দের অনুমতি দেওয়া হবে। এই উইন্ডোর আওতায় কোকিং কয়লা সরবরাহ করা হবে না।

এনআরএসএ-র জন্য কয়লা সংযোগ নিলামে বর্তমান নীতিতে সমস্ত নতুন কয়লা সংযোগ যেমন সিমেন্ট, ইস্পাত (কোকিং), স্পঞ্জ আয়রন, অ্যালুমিনিয়াম এবং অন্যান্য (সার) (ইউরিয়া) ছাড়া এনআরএসএ-র জন্য বরাদ্দের ব্যবস্থা রয়েছে।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বাজারের গতিশীলতা বিবেচনা করে এবং ব্যবসা সহজ করার লক্ষ্যে বিদ্যমান কয়লা মজুতের দ্রুত ব্যবহার এবং দেশের জ্বালানির চাহিদা পূরণের জন্য আমদানি করা কয়লার ওপর নির্ভরতা কমাতে এনআরএসএ-র কয়লা সরবরাহের বর্তমান ব্যবস্থাগুলি নতুন করে পর্যালোচনা করা এবং কোনও চূড়ান্ত ব্যবহারের বিধিনিষেধ ছাড়াই এনআরএসএ-র সংযোগগুলি কয়লা গ্রাহকদের কাছে প্রসারিত করার প্রয়োজন ছিল। এনআরএসএ-র জন্য কয়লা সংযোগ নিলামের এই নীতিটি সংশোধন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত উইন্ডোতে ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হবে না।

এই উইন্ডোর আওতায় প্রাপ্ত কয়লা সংযোগ, নিজস্ব ব্যবহার, কয়লা রপ্তানি অথবা দেশে পুনরায় বিক্রয় ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে। কয়লা সংযোগ ধারকরা তাঁদের কয়লা সংযোগের পরিমানের ৫০% পর্যন্ত কয়লা রপ্তানি করতে পারবেন। ভবিষ্যতে ধোয়া কয়লার চাহিদা বাড়বে। ধোয়া কয়লা দেশের বাইরে ক্রেতা খুঁজে পাবে, তাই এই ধোয়া কয়লা রপ্তানির উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৫ পাতার পর)

মমতার নির্বাচনী কেন্দ্র ভবানীপুরে বাদ গেল ৪৫ হাজার ভোটারের নাম

কমিশন। তাতে দেখা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী কেন্দ্র ভবানীপুরে প্রায় ৪৫ হাজার ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি প্রার্থী তথা 'দলবদলু' শুভেন্দু অধিকারীর কাছে ১ হাজার ৯৫৬ ভোটে পরাজিত হন। ভোটের ফল এবং গণনায় কারচুপির অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন তিনি। আরও একটা বিধানসভা ভোট আসতে চললেও সেই মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। পরে মমতা ভবানীপুর থেকে উপনির্বাচনে জয়ী হন। সেই নির্বাচনে মমতার জয়ের ব্যবধান ছিল ৫৮ হাজার ৮৩৫ ভোট।সেই তালিকা থেকে নাম বাদ পড়েছে ৪৪ হাজার ৭৮৭ জনের। মৃত, অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত ও হদিশ না পাওয়া-এই তিন শ্রেণিতেই ওই বিপুল পরিমাণ ভোটার বাদ গিয়েছে।

বিধানসভা ভোটের আগে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর সিদ্ধান্ত নিয়েছে 'বিশ্বাসযোগ্যহীন' নির্বাচন কমিশন। ওই সিদ্ধান্ত নিয়ে শুরু থেকেই সুর চড়িয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার পাশাপাশি মতুয়া গড়েও এসআইআরের বিরুদ্ধে রাজপথে নেমে মিছিল করেছেন তিনি। একজনও বৈধ ভোটারকে বাদ দেওয়া যাবে না বলে দাবি জানিয়েছেন। গত এক মাসের বেশি সময় ধরে নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতমূলক ভূমিকা নিয়ে লাগাতার তোপ দেগে চলেছেন। সেই সঙ্গে নিজে এনুমারেশন ফর্ম পূরণ না করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

জনগণনা ২০২৭ অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

নয়াদিল্লি, ১২ ডিসেম্বর, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ ২০২৭-এর জনগণনাকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর জন্য খরচ হবে ১১,৭১৮.২৪ কোটি টাকা।

ভারতের জনগণনা হ'ল –

বিশ্বের সর্ববৃহৎ প্রশাসনিক ও পরিসংখ্যানগত প্রক্রিয়া। দুটি পর্যায়ে এই গণনা হবে। ১) বাড়ি এবং আবাসনগুলিতে গিয়ে ২০২৬-এর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত গণনা চলবে। ২) জনগণনা বা পপুলেশন এনুমারেশন (পিই) – ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ (লাদাখ, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখন্ডে প্রবল শীতের কারণে সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ পিই করা হবে)।

প্রায় ৩০ লক্ষ কর্মী এই কাজে অংশ নেবেন। পরিসংখ্যানের কাজ নির্ভুল করার লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহের জন্য মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করা হবে। এরপর, একটি স্বচ্ছ তালিকা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

২০২৬-এ গোটা দেশে এই জনগণনা চলবে। এতে মূলত, রাজ্য সরকারের নিয়োগ করা শিক্ষকরা অংশ নেবেন।

এই জনগণনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল, এই প্রথম দেশে জনগণনার ক্ষেত্রে ডিজিটাল ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

জনগণনার কাজ তদারকি ও পরিচালনার জন্য সেন্সাস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেম (সিএমএমএস) পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। দেশজুড়ে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালানো হবে। ৩০ লক্ষ কর্মীর মধ্যে থাকবেন এন্যুমারেটর, সুপার ভাইজার, মাস্টার ট্রেনার, চার্জ অফিসার এবং প্রিন্সিপাল/জেলা সেন্সাস অফিসার। জনগণনার কাজে নিযুক্ত কর্মীদের উপযুক্ত সাম্মানিক ভাতাও দেওয়া হবে।

কর্মসংস্থান সহ জনগণনার প্রভাব –

আসন্ন জনগণনা যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। স্থানীয় স্তরে প্রায় ৫৫০ দিন ধরে ১৮,৬০০ জন কারিগরি কর্মীকে নিযুক্ত করা হবে। অর্থাৎ, ১.০২ কোটি মনুষ্য-দিবস সৃষ্টি হবে। স্বাধীনতার পর দেশে এটি অষ্টম জনগণনা।

সিনেমার খবর

বিয়ে নিয়ে নাতনিকে যে পরামর্শ দিলেন জয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেত্রী জয়া বচ্চন। 'বিগ বি' অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে পাঁচ দশকের দাম্পত্যজীবন তার। তিনিই এবার বিয়েকে 'পুরোনো ধারণা' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বিয়ে, সম্পর্ক এবং অমিতাভ বচ্চনকে ঘিরে একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করে আবারও আলোচনায় অভিনেত্রী।

জয়া বলেন, বিয়ের ধারণা আজ পুরোনো হয়ে গেছে। বিশেষ করে নিজের নাতনি নভ্যা নাভেলিকে তিনি বিয়ে না করারই পরামর্শ দিয়েছেন। বলেছেন, আমি চাই না নভ্যা বিয়ে করুক।

তিনি আরও বলেন, জীবনকে উপভোগ করা উচিত। সম্পর্ক, শারীরিক আকর্ষণ—এগুলোর গুরুত্ব আছে; কিন্তু বিয়ের মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আজ অনেকটাই কমে গেছে।

অমিতাভের সঙ্গে বিয়ে নিয়ে অভিনেত্রীর ভাবনা কি একই ছিল, এমন প্রশ্নের জবাবে জয়া বলেন, আমি তাকে (অমিতাভ বচ্চন) জিজ্ঞেস করিনি। উনি হয়তো বলবেন, আমিই তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। কিন্তু আমি সেটি শুনতে চাই না।

যদিও তাদের ভালোবাসা, বিয়ে এবং ৫২ বছরের দাম্পত্য নিয়ে এখনো ভক্তদের আগ্রহ কম নয়।

বিগ বি অমিতাভ বচ্চন ও জয়া বচ্চনের বিয়ের পেছনের গল্পটিও যেন সিনেমার মতোই নাটকীয়। ১৯৭৩ সালে 'জঞ্জির' সিনেমা ব্লকবাস্টার হওয়ার পর তাদের দলবল নিয়ে লন্ডন যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। অমিতাভের বাবা হরিবংশ রাই বচ্চন জানতে চাইলেন কারা যাবে? জয়াসহ মেয়েদের নাম শুনে তিনি স্পষ্ট বললেন, আগে বিয়ে করো, তারপর যাও। বাবার কথা রাখতেই মাত্র এক রাতের প্রস্তুতিতে বিয়ে সারেন দুজনে। পরদিনই উড়াল দেন লন্ডনে।

প্রসঙ্গত, জয়া বচ্চন মানেই যেন বিতর্ক! সম্প্রতি পাপারাজ্জিদের কড়া ভাষায় শাসিয়ে ফের বিতর্কের মুখে পড়েন বিগ বি ঘরনি। এবার বিয়েকে পুরোনো ধারণা বলায় চটেছেন নেটিজেনদের একাংশ।

টলিউডে প্রথম মিমি-সোহমের ট্যাঙ্গো নাচ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলা সিনেমায় প্রথমবার ট্যাঙ্গো নাচ আসছে নন্দিতা রায়-শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত নতুন ছবি 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল'-এ। জানুয়ারিতে মুক্তি পেতে চলা এই ভৌতিক-কমেডি ঘরানার ছবিতে মিমি চক্রবর্তীর সঙ্গে ট্যাঙ্গো নাচে অংশ নিয়েছেন অভিনেতা সোহম মজুমদার—যাকে এত দিন কোনও বাংলা বা হিন্দি ছবিতেই নাচতে দেখা যায়নি।

এ নিয়ে পরিচালক অরিত্র মুখোপাধ্যায় বলেন, শুটিংয়ের আগে-পরে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা নিজেই চমকপ্রদ। নাচ নিয়ে সোহমকে দারুণ পরিশ্রম করতে হয়েছে।সোহম জীবনে নাচেননি বললেই চলে। তবু ট্যাঙ্গো শেখার জন্য নৃত্যপরিচালক মঙ্গেশ থেড়করের কাছে দীর্ঘ সময় প্রশিক্ষণ নেন তিনি।

শুটিংয়ের আগের দিন শহরে জলাবদ্ধতার মধ্যেই ভিজে এসে ফাইনাল রিহার্সাল করেন সোহম। পরদিন প্রচণ্ড জ্বর নিয়েও শুটিংয়ে এসে প্রথম টেকেই 'ওকে' দেন তিনি।

অভিনেত্রী স্বস্তিকা দত্তও শুটিং চলাকালে চোখের সমস্যায় ভুগছিলেন। তবু দলের সবাই কাজ শেষ করেছেন।

আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের জনপ্রিয় নাচ ট্যাঙ্গোকে কেন্দ্র করে সাজানো এই গানের দৃশ্যে মিমি, সোহম, স্বস্তিকা, বনি সেনগুপ্তসহ আরও কয়েকজন অভিনয়শিল্পীকে পার্টির সাজে দেখা যাবে।

ছবির প্রথম গান 'তুমি কে' শুক্রবার প্রকাশিত হচ্ছে। গীতিকার-সুরকার-গায়ক অনুপম রায় জানান, ভৌতিক ছবির গান বলে যে গা-ছমছমে আবহ থাকবে—সেটি এখানে নেই। করোনাকালে বানানো একটি গানই নন্দিতা-শিবপ্রসাদের পছন্দ হয়, পরে তা সৃজিতা মিত্রকে নিয়ে রেকর্ড করা হয় ছবির জন্য।

'কান্তারা' দৃশ্য নিয়ে ব্যঙ্গ, আইনি জটিলতায় রণবীর সিং

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুক্তির আগে আবারও আইনি জটিলতায় পড়েছেন অভিনেতা রণবীর সিং। অভিযোগ করা হয়েছে, তিনি 'কান্তারা: চ্যাপ্টার ১' ছবির একটি পুজার দৃশ্য নিয়ে সমালোচনা বা ব্যঙ্গ করেছেন, যা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

বেঙ্গালুরুর আইনজীবী প্রশান্ত মেথাল ২৮ নভেম্বর গোয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রণবীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, অভিনেতা মঞ্চে দেবতাকে নিয়ে হাস্যরসাত্মক এবং আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। হিন্দু জনজাগৃতি সমিতিও এই ঘটনায় রণবীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে।

রণবীর সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষমা চেয়ে বলেছেন, 'আমার উদ্দেশ্য ছিল ছবিতে ঋষভ শেট্টির অসাধারণ অভিনয়কে তুলে ধরা। আমি জানি সেই বিশেষ দৃশ্যটি এডিট করতে কতটা পরিশ্রম হয়েছে এবং তাঁর অভিনয়ের জন্য আমি একজন বিশাল ভক্ত হয়ে উঠেছি। আমি সবসময় দেশের প্রতিটি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসকে সম্মান করি। যদি আমার কারণে কারও অনুভূতিতে আঘাত পৌঁছায়, আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি।'

রোহিতের হাতেই উন্মোচিত হলো ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জার্সি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জার্সি উন্মোচন করেছেন রোহিত শর্মা। তিনি এই বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডরও হয়েছেন। ভারতের গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রোহিতের নেতৃত্বে দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রোহিতের সঙ্গে ছিলেন তরুণ ব্যাটার তিলক ভার্মা এবং বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ শইকিয়া।

রোহিত বলেন, আমরা ২০০৭ সালে প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিলাম। তার পরের বিশ্বকাপ জিততে আমাদের ১৫ বছরেরও বেশি অপেক্ষা করতে হয়েছে। একটা দীর্ঘ যাত্রা ছিল আমাদের। যে পথে ছিল অনেক উত্থান-পতন। গত বার আবার ট্রফি জেতার অনুভূতি দুর্দান্ত ছিল।

তিনি আরও বলেন, আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে ভারতে। আশা করছি খুব উত্তেজনাপূর্ণ প্রতিযোগিতা হবে। দলের জন্য আমার শুভকামনা সব সময় থাকবে। আমি নিশ্চিত সকলেই দলের পাশে থাকবেন, সমর্থন করবেন। আমাদের ক্রিকেটারেরাও নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেবে।

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচে ভারতের ইনিংস শেষ হওয়ার পর মাঠেই হয় জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠান। রোহিত এবং তিলকের হাতে বিশ্বকাপের জার্সি তুলে দেয় ভারতীয় ক্রিকেট দলের কিট স্পনসর সংস্থা। টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি খেলছেন মুম্বইয়ের হয়ে। ফলে তিনি যোগ দিতে পারেননি।

চণ্ডীগড়ে অর্শদীপের ওয়াইডের রেকর্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চণ্ডীগড়ে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ভারতকে ৫১ রানে হারিয়ে সিরিজে ১-১ এ সমতায় ফেরে দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে ম্যাচ শেষে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় অর্শদীপ সিংয়ের অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ড। মাত্র এক ওভারেই ৭টি ওয়াইডসহ ১৩টি ডেলিভারি করে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ওভারে সবচেয়ে বেশি বল করার রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন এই বাঁহাতি পেসার। এতদিন রেকর্ডটি আফগানিস্তানের পেসার নাভিন-উল-হক একার দখলে ছিল।

সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৪ ওভারে ৫৪ রান খরচা করে অর্শদীপ কোনো উইকেট নিতে পারেননি। ছক্কা হজম করেছেন ৫টি-যা ম্যাচে ভারতের বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ। ১১তম ওভারে তার লাগাতার ওয়াইডে ডাগআউট থেকে বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায় কোচ গৌতম গম্ভীরকে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এই প্রথম কোনো বোলার এক ওভারে ৭টি ওয়াইড দিলেন। এ ছাড়া এক ম্যাচে দলের মোট ওয়াইড দেওয়ার রেকর্ডও নতুন করে লিখেছে ভারত। দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসে ভারতের বোলাররা দিয়েছেন ১৬টি ওয়াইড, যার অর্ধেকের বেশি এসেছে অর্শদীপের হাত থেকে। এটি টি-টোয়েন্টিতে ভারতের যৌথভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ওয়াইড দেওয়ার নজির।

শুধু অর্শদীপ নন, ভারতের প্রধান পেসার যশপ্রীত বুমরাও ছিলেন ব্যর্থ। তিনি এক ম্যাচে ক্যারিয়ারসর্বোচ্চ ৪টি ছক্কা হজম করে ৪ ওভারে ৪৫ রান দিয়ে উইকেট শূন্য থাকেন।

আগামী ১৪ ডিসেম্বর ধর্মশালায় অনুষ্ঠিত হবে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ।

কয়েক ঘণ্টা পরই কলকাতায় নামবেন মেসি, আসবেন শাহরুখও

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শুক্রবার রাতে কলকাতায় পা রাখবেন লিওনেল মেসি। আর্জেন্টাইন ফুটবলার কয়েক ঘণ্টার জন্য শহরটি পা রাখবেন। এই সফরে কয়েকটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার কথা আছে তার। এ জন্য কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে বিধাননগর পুলিশ।

২০১১ সালের ২ সেপ্টেম্বর যুবভারতীতে ভেনেজুয়েলার সঙ্গে ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলেছিল আর্জেন্টিনা। সেই ম্যাচে আর্জেন্টিনার অধিনায়ক ছিলেন মেসি।

স্থানীয় সময় শুক্রবার রাত ১.৩০ মিনিটে কলকাতায় নামার কথা মেসির। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়েই শনিবার সকাল ৯.৩০ থেকে ১০.৩০ পর্যন্ত মিট অ্যান্ড গ্রিট পর্ব। সকাল ১০.৩০ থেকে ১১.১৫ ভার্চুয়ালি নিজের মূর্তি উন্মেচন করবেন এলএম টেন।

১১.১৫ মিনিটে হোটেল থেকে যুবভারতীতে রওনা দেবেন। ১১.৩০ মিনিটে মাঠে আসবেন শাহরুখ খান। দুপুর ১২টায় পৌঁছাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। যাবেন সৌরভ গাঙ্গুলিও। দুপুর ১২ থেকে ১২.৩০ পর্যন্ত সেলিব্রিটি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ, সংবর্ধনা এবং সংক্ষিপ্ত আলাপ পর্ব। অনুষ্ঠান শেষে বিমানবন্দরে চলে যাবেন মেসি। দুপুর ২টায় হায়দরাবাদের উদ্দেশে রওনা দেবেন মেসি। সব মিলিয়ে সাড়ে ১২ ঘণ্টা কলকাতায় থাকবেন মেসি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR